

ঈশ্বরের জন্ম

সুব্রত রুদ্র

গ্রন্থ জগৎ
১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯

ISWARER JANMA

A Collection of Bengali Poems

By Subrata Rudra

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৭
বিদ্যাসাগর জন্মতিথি

প্রকাশক
দেবকুমার বসু, ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯

মুদ্রক
নির্মল মুদ্রণ, ৮ ব্রজদুলাল স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

ঈশ্বরের জন্ম

সূক্ষ্মশরীরটাকে কল্পনায় ধরে
আজকাল মাঝে মাঝে ঝগড়া করি ;
মৃত্যু কিনলে লাভ থাকে না।

চৌকাঠে হোঁচট খাই—
হাজার গিনিপিগ কিংবা কামনার পায়রা,
তৃষ্ণার চাতক, তোমরা আমার খেলনা,
এ থেকে পালানো যায়না ;
তাই, মাঝে মাঝে ঝগড়া করি
সূক্ষ্মশরীরটাকে কল্পনায় ধরে
মারকুটি বুড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে
আমি চিৎকার করি—
'তোমাকেও ফাঁকি দেব একদিন' ;—

একদিন আমার মৃত্যু হলে
ঈশ্বরের জন্ম হবে।

নচিকেতা

শান্তি বারি—
ধোঁয়ায় কালোয় ছাই
ওদিকে দেখোনা ;
কলসী ভাঙা হল শেষ ।

সিঁড়িতে ভীষণ ভীড়,
কত যাত্রী, কত ভুল, কত পিছুটান,
অবুঝ, অবুঝ সব······

বেশ্যা, মাতাল, খুনে,
পুরুত, লম্পট ইত্যাদিরা......
তারস্বরে আর্তনাদ,
কালো কুকুরের দাঁতে নারকী স্বাক্ষর ;

এরপরে সিঁড়িগুলো ঘুরে ঘুরে শূন্যে উঠে গেছে,
আশ্চর্য ব্যাপার !
গভীরের যারা
বাড়াবেনা হাত কোনদিন,
কী কঠিন স্বার্থপর,
হায়রে মানুষ,
চির একাকীত্ব তোর মলেও যাবেনা ;

শেষ ধাপে উঠে গিয়ে
মনে হবে সব মিথ্যা সব মায়া,
ইতিহাস নিছকই কাহিনী রূপকথা ;

এবার নিজেকে দেখা,
দেহ রথ, আত্মা রথী, মন রশ্মি, বুদ্ধি সে সারথী,
শান্তি পিতা, নিশ্চয়তা ;
শেষ সত্য সূর্য নচিকেতা ।

জানলাটা ভেজানো যাক

হে তন্ময়,
কোনো হাতে নয়, চোখ ঢাকো,
—গভীর রাত্রি হয় ;

হাতেও রক্ত খুনেতে স্ফূর্ত ,
মিথ্যা নয় ;
নিশ্বাস আগুণ মাগো
সত্যে ভীষণ ভয় ;
এ সেই পিশাচী রাত
ধবল অসাড়,
আমার হাতেও লুকনো
মৃত্যু আঘাত ;

অর্থহীন চেয়ে থাকা একাদশী কাক
হয়ত বা বিস্ময়ে নির্বাক······বড় বিষণ্ণ······
জানলাটা ভেজানো যাক ।

বিয়ে

বরকনের কপালে বান্দা ছাপ
ঐ তো চন্দন,

ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে শুকিয়ে গেছে
গোলাপ ;
পুরোহিত পিতা সম্প্রদান করবেন,
হাতে চাবুক ;
বরকনে হাসছে সব ভুলে
কী আনন্দ !
একটা লম্বা ঝাঁটা সামনে রাখা,
সপ্তপদী,
যখনই পিতা মন্ত্র পড়লেন,
'দাস চাই'
বরকনে লাফিয়ে ঝাঁটা পার হল
বিয়ে শেষ ;
পিতাকে প্রণাম করতে নেই,
জিবে পা ছোঁয়ান ;
ফুটো তালুতে গহণার বাহার
ভারি আদর।

স্বর্গীয়

শীত শেষ হতে গিয়ে আচমকা কাঁপলো
নিম মঞ্জরী ঘ্রাণে মাতাল বাতাস,
পূজো পূজো মনগুলো প্রস্তুত,
দু একটি ঘাসফুল স্থির,
ঘণ্টা বাজে মন্দিরে, প্রাঙ্গণে
তুলসী তলায় সেঁজুতি
সাদানীল আগুন কাঁপে ;

এ পূজোয়
চুম্বনে শংখ বাজে·· ·· ।

এক দুই তিন

গোল্লাখানা কত বড়,
গিলতে পারে কাকে ?
গোল্লাখানা যেমন আছে
চার পাঁচ ছয়
আমরা আছি তেমন ;

শক্তিখানা মস্ত তোমার,
ডাণ্ডা আছে হাতে ?
শক্তি তুমি মনে রেখো
এক দুই তিন
আমরা ছিলাম বটে।

এখন অন্ধকার নেই

এখন অন্ধকার নেই
সাবেকী সব মূর্তিগুলোর মৃত্যু হল,
চল—দূরে বেড়াতে যাই ;

নারী আমার হাত ধর,
এখন তুমি খুকুমণি,
'হাঁটি হাঁটি পা'—সঙ্গে চল ;

নারী আমায় কোলে কর,
এখন তুমি অদিতি,
ঘুমিয়ে থাকি—ছড়া বল ;

দিনদুপুরে লুকোচুরি,
এখন তুমি বদলে গেছ
সিঁদুরে আর শাঁখায়—জায়া ;

সাবেকী সব মূর্তিগুলোর মৃত্যু হল,
এখন শুধু ভালবাসা,
ভালবাসায় ঈশ্বরেরই জন্ম দেব।

মৃতক

সে দূর নক্ষত্র
নক্ষত্রের মত নীলিমায় শরীর এলায়ে
চিতাতেই চিত ;

দাহ শেষে তারা এসে
পাঁচটি ভূতে মিশিয়ে নিল—
সে কি মৃত,
না, তোমরাই জীবিত ?

এক

সেই 'এক'   সেই,
ঈশ্বর নেই,
বিশ্ব নেই,
প্রকৃতি নেই,
তুমি আমি   নেই,
সেই 'নিত্য'   সেই।

কে এল

অধিদেবতা তাকে পিতৃলোক হতে
ছুটি দিলেন,
আত্মীয় স্বজনেরা শেষ বিদায় জানালে,
আদর করলে, ভীষণ কাঁদলে, মালা দিলে ;
তারপর 'সে' আকাশের মধ্যে দিয়ে
বায়ুতে চ'লে মেঘে
সেখানে বৃষ্টির গলা জড়িয়ে বিন্দু
ঝরলে ধরণীতে
উদ্ভিদে খাদ্যে মিশে হয়ত তোমার শরীরে
সেই 'সে' সকলের আত্মীয়
এল, এল, এল এখানে হাসতে।

ব্যক্তিগত

প্রর্ভময় ব্রাহ্মণ
পাগলী গেল,
সেদিন ঐ চিতেতেই ঘিয়ে ভাজা
বাসি মাংস, অবশেষে ছাই।

তখন রাতের চোখে ঝরলো
বৃষ্টি
প্রেম প্রসবে মরে
মুক্তি,
মুক্তি।

স্বর্গের বাগানে

দেবরাজ বল্লেন,
'নারী রজনীগন্ধা'
ঐ কত জুঁই
হেনা
কসমসে হারানো
ঝিপসা
স্বর্গের বাগানে
খোঁজাখুঁজি সার।
তোমাকে পাওয়া গেল না।

সোনালি চাঁদ
উঠে গেল
বেগুনি পাতার পাশে,
জ্যোৎস্নায়
ছায়ায়
শরতে অদেখা
অশ্রু
স্নান সেরে তাকিয়েছে
হিমে
হাওয়ায়
কেঁপে কেঁপে।

এখানে
সে নেই,
আমার সে নেই।
পালিয়ে
পালিয়ে
আমাকে কি কদাকার দেখাচ্ছে।

বাগানে এসে
সবেমাত্র বোঝা গেছে
তুমি আড়ি করেছ ;

ক্লান্ত।

দেবরাজ বল্লেন,
'কি চাও'
আমি বল্লাম, 'এখানে নেই যা,
বুনো অপরাজিতা।'

বুকের নীল পাথরটা

ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার, প্রকৃতি
বালি আর চিনি নিয়ে কুয়াশার রাশি
স্বর্গে ঘোরানো মৃত্যুর সিঁড়ি—রক্তে মরচের জ্বালা
অথবা উর্দ্ধতম লোকেও স্তনের মতো বিষফল।
সব কিছু জেনে বুঝে বুকের নীল পাথরটা
দাবী করে একখানা দর্পণের।

বিশ্রাম

সাদা সাদা কুয়াশার সিঁড়ি দিয়ে
মেঘেদের নীড়ে   পরলোকে
এলে তুমি
বিশ্রাম নিতে ?

বাসনার শবগুলো সূক্ষ্মদেহটাকে ক্ষত করে
জীর্ণ করে এখানে এনেছে টেনে।

শান্তির আশ্রয়ে কিছু চেয়ে
নিজস্ব নিয়মে ঘুরে ফিরে
আসা যাওয়া
এই খেলা— আশা।

কাল

শব্দের পরিবর্তে শব্দ দিতে না পেরে
নিঃশব্দে ওরা দুজনাই মরে গেল ;
সন্ধ্যার অন্ধকারে গুহাবাসীরা দাহ করলে,
বিচুলীর দোকানে চাকাটা তখনো কেটে চলেছে,
বৃদ্ধ মাতালটা দেউড়িতে বসে ভাবছিল
জীবন আর ঐ ছন্দ এমনি ভাবেই দীর্ণ হয়।

রাত্রি

রাত্রি—রাত্রি আমার
ধান ঝরা চাঁদ।
কিশোরীর কোলে ছায়া
নির্জনতা ঘুমের মত।

পাখীদের ভেসে আসা স্বর
এলোকেশী নেচে যায়
—হাওয়ায়।
নক্ষত্রের সারাবাত প্রেম প্রেম খেলা
তারপরে
পাতারা নিহত হলে
চলে যায় আবার
শর্বরী—শর্বরী আমার।

ভোর

ধুমাবতী আকাশ
মা
একপায়ে দুপায়ে নামে দিঘীতে
কুয়াশা।
পাহাড়ে পাহাড়ে   পথ নেই
গাছ।
ভোরের প্রভায় ধুনো-হিম
পাহাড়।
শিশির জলে
সিতা
দূর্ব্বাঘাসে
স্নান শেষে
ধুমাবতী ফিরে যায়
ঘরে।

শ্মশানের ভীড়ে সাক্ষী

শ্মশানের ছবির মত
সাজানো সব—
মৃতমুখ—সাদা পদ্ম—ডোমের হাঁড়ি—
কাঠের গুদাম—ন্যাংটা ছেলে—
সাজানো সব পটের ছবি,
সাদায় কালোয় বেগুনি আলোয়
ভালো মন্দে মৃতের পাশে
মুখে ভাতের আনন্দনাড়ু ঃ
শ্মশানেব ছবির মত
দৃশ্যাবলির দ্রষ্টা শুধু
আত্মা ছাড়া আর কিছু নই।

প্রমীলা

সুরায় ঘুমিয়ে কিংবা এখন স্বপ্নে
যে কেউ ঝিমিয়ে
মাথা বেটে
তোমরাইতো অসময়ে তন্দ্রায়।

বাসে উঠে বলি 'ভৃত্য আমি বসবো
মাথাটা সরাও'।
নিষ্ঠাবতী ভগিনী বলে 'মাথা আমাদের বাঁধা
সকলের, এই মুহূর্তে বাসের এই ঘণ্টিতে'।

মন

এই ছুটিতে ছুটিতেই হবে মুক্ত
তুমি হবে সর্বব্যাপী
মন, তোমার গতিহীনতাই লক্ষ্য।
এই ছুটিতে ছুটিতে তুমি কি ক্লান্ত!

যেতে যেতে

আমার বড় কষ্ট হচ্ছে
বরফের কুচির মত শিশির জলে
স্নান করে পাথর হয়েছি।
কানিশান্ ফুল, শ্বেত-খঞ্জনার হাসি,
বাংলার মেয়ের ঘ্রাণ,
হাসনুহানার ঝাড় থেকে বহুদূরে চলে যাচ্ছি।
অদ্রির অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে
আমার বড় কষ্ট হচ্ছে,
সোনালি রেজার্ড নেচে নেচে
চোখের দূরে—তারার বাইরে গেল—
প্রবাসের শেষে
আমার বড় কষ্ট হচ্ছে,
ইস্পাত পাথর গোলাপ ছায়া ছেড়ে যেতে যেতে
অবেলায় ঘুমের থেকেই বৈতরণীর তীরে……

প্রলাপ

তোমার দৃষ্টি
আমার কথা
তুমি তাকিয়েছো আর আমি বলেছি
যেন শতাব্দী পেরিয়ে
ভয়ে চোখ দুঃখের মতো
তোমার দৃষ্টি
আমার কথা
আমাদের দৃষ্টি
তোমাদের কথা

কিন্তু আর নয়
দৃষ্টি ধ্বংস হলো
বলা শেষ হলো
আজ নগ্ন হয়ে নৃত্য শুরু করবো
ফুলের মুকুট পরে প্রলাপের ভাণ্ডে বাঁচবো ।

ছায়া—দীর্ঘ, দীর্ঘতর

প্রতিবিম্ব থেকে অপর হ্রদে
মেঘ থেকে সৃষ্টিতে
প্রোটোপ্লাজমে উদ্ভিদে পশুতে
ছায়া—দীর্ঘ, দীর্ঘতর হতে
বুদ্ধে।

অলকানন্দা

কি হবে কান্নার মুক্তো গালে ঝুলিয়ে
শব্দ পূজো নয়
কথাই উপাসনার মতো
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ফুটে যায় করবী কদম জবা
শরীরের সমস্ত পারিজাত

অলকানন্দা, যজ্ঞ পণ্ড করে
তাই চুমুতে চোখের জল পান করি।

ঐ দুঃখতো

আসলে একটা আস্ত ফাঁকি
আমরা অসারতার কাছাকাছি
মাছির মত ঘিরেই আছি।

ঐ দুঃখতো কিছু নেই,
সুখের নামতা ভুললেই
নীলের পাশে বসে শতভিষাই।

বাঁকা পথ দিয়ে

পালিয়ে কি কোন লাভ আছে ?
যখন প্রকৃতি চোর করবেই
অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ,
অভিনিবেশ যাচ্ছেতাই
কাদা ছিট্‌কোবেই
'এটা নয় ওটা হয়' তত্ত্বকে তেড়ে
যখন কবিতা লিখবই,
তখন পালিয়ে কি কোন লাভ আছে
বাঁকা পথ দিয়ে ?

কবির মৃত্যু

প্রহরী। মৃত তুমি অন্যপথ ধর,
যে পথে ঈশ্বর হাঁটে—ত্যজ সেই পথ।
জাতবেদা করুক আলোকিত
অপরিচিত অলিগলি খামার
সব তোমার।

পথিক। জানতো ভাই আমি যে বাচাল
ধূমমার্গ গন্তব্য নহে, তাই আজ দেবযান
ঈশ্বরিত্ ঈপ্সিত সফর।

প্রহরী। আমি দ্বারী ও পথ ছাড়িতে
প্রস্তুত নহি,
যাহা শাস্ত্রীয়, বিধিসম্মত
তাহাই করি।

পথিক। অতএব, দুই-চারি মুদ্রা নিয়া ছাড়না ভাই,
সব পথ জানা আছে, একটু ঘুরিয়া
এখনি আসিব ফিরিয়া।

মুক্তি

মানুষকে খুন করা হল,'
মৃত জানতে পারলনা
সে মরে গেল।

সত্ত্বা কিছুতেই মানলে না
দেহরূপ বদলাতে হবে
সে এখন রূপান্তরী ভবনে।

স্বর্গ স্বর্গ স্বর্গ আর
যা তার দরকার ছিল
সব গড়ে তুললে।

তারপরে তোমাদের খেলা রান্নাবাটি
খেলতে গিয়ে বুক পোড়ালে
নিরয়ে বেদনায় বুঝলে……

মরে গেছে অনেক আগেই
সে কুণ্ডে স্নান শেষে
নরকাবিকে প্রণাম করলে।

কোথায়

ত্রিকোণ জোয়ার মাথায় তুলে
চক্রে চক্রে পরিক্রমায়······
অলীক মাঠে ক্লান্ত শামুক।

এই আমাতে
খোলস ছেড়ে পালিয়ে কোথায় ?

শুদ্ধ

মাটি, মাটি,
স্বর্গের চারিদিকে সব মাটি।
গোধূলির আবীরে লাল
কখনো গেরুয়া
সত্যি, সত্যি, 'তিন সত্যি'
'শুদ্ধ'।

কতকথা বলা হলে দেখি
ঈশ্বরের গালের মত শিশুর রঙ।

আকাশে চৌরাস্তাটা

ওপরে ডিম,
ফাঁকা মাঠ,
সামনে জহ্লাদ ;
গরু বাছুর ছাগল ভেড়া
থমকে থেমে ছুটতে গিয়ে……
এদিকে দেওয়াল।

রাক্ষসীদের তিনটে মুখ,
মানুষ ঢেঁড়স
লাফিয়ে হাঁদা,
মুখের ঘরে দরজা কই !
তিনটে মুখেই ফোকলা দাঁত
দরজাহারা
আকাশে চৌরাস্তাটা।

ন র কে

অসংখ্য কমা,
গাছে গাছে ঝুলনো গরল,
ডাইনে বাঁয়ে গলা পথ,
বাসনা ফুল,
ঝরাপাতা, ইচ্ছের ফুল নরকের পথে পড়ে
সুন্দরীর মৃত বুক।

কোনো মনসা গাছে দুধ নেই,
যান আছে, চুম্বক নেই,
নরকের নদে রূপো রূপো মাথা
চাঁদ নেই।

তবু এক সাঁকো আছে
লুকনো গোপন,
অনেক অনেক আগুনের ঘরে
আলোর সাপের মত
নরকের নদে
কোন এক সাঁকো আছে।

পাপ, বৃষ্টি বৃষ্টি রোদ্দুর

মেয়েটির নাম ভালবাসা
ব্রণ, ঘামাচি, ব্রীড়া
মনে মনে হাজার মনে
কুঁকড়ে দিলে তাকে।

ছুটি নিলেই ভাল ভেবে
সমস্ত গিঁট খুলে
মৃগনাভি মাতাল করলে
নীল মশারীর তলায়।

সবাই শিশির শিশির স্বপ্নে যখন
হঠাৎ বুড়ো আঙুলটি মুখের কাছে তুলে
শেষবার চুষতে চাইলে
ভালবাসা।

তার মৃত্যুর জন্যে আমরা দায়ী।

ভূতের মৃত্যু

আরশোলাটা
নর্দমার পাঁকের তোড়ে,
আরশোলাটা
কিছুতেই উঠতে পারেনা
জন্মাবার মত নিরাপত্তা পেতে
অন্ধকারে
কেবলি অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে খেতে
আকাশের নদীটাকে সাঁতরে উঠতে
আরশোলাটার
বহুযুগ পার হলে
মৃত্যু হল।

খুঁজে পেলে

পিলসুজে বাসনার ছায়ায় জ্বলে স্বর্গ।
যদিও প্রেমের প্রেরণা আছে বাতাসে,
জ্ঞানের মহিমা ঘাস পাতা নক্ষত্রে
খুঁজে পেলে স্বর্গ বদ্রিকা ঘাসপাতা
নক্ষত্রের পাণ্ডুলিপি যত
তারপরে, একদিন সকালেই সকলেই হাঁস হব।

সুরলোকে

বলতো কতবার আয়না চুরি করেছি,
মাছের গলায় বঁড়সী গিলেছি,
তোমার পাশে চা খেতে খেতে
বলেছি 'আমি আছি'
কিংবা পাঁঠা বলিতে ঝর্ণার ফোয়ারায়
নীল পায়রা উড়তে দেখে
ধুপছায়া শাড়ীর নীচে হাঁটু কেটেছি
বিস্তর······
কিন্তু,
কাল স্বপ্নে তিন মিনিটে
ভয়-ঈশ্বর-শয়তান সব ভুলে গিয়ে
ঘুলিয়ে সমুদ্দুর দেবতার রাজা হয়েছি :
সুরলোকে তরমুজ রসের মত গোলসে গেলাসে
কবিতা গলায় ঢেলে
ঈশ্বরের ঈশ্বর হয়ে বেঁচে থেকেছি
সব ভুলে গিয়ে আশ্চর্য রাতে।

বিভু

'Doctrine of Physical Evolution.'

॥ ১ ॥ টিকটিকি
কড়িকাঠ থেকে মাটিতে পড়ে
মৃত
পিঁপড়েরা মাংস ছিঁড়ে নিলে
ক্রমসঙ্কুচিত তিনি
অনন্ত।
বিভু পালিয়েছে কোথায়

॥ ২ ॥ অমা
শুক্তির রসে বাঁধতে চাইছে
ধুলোবালির ঘরটিকে।
রাত
কান্নার খিলে শব্দ হলে
দেখি
সলতে ছেঁড়া পিদ্দিম
বিভু পালিয়েছে
কোথায়

॥ ৩ ॥ সকালে
আকাশের নীচে আকাশ
এক বেশ্যাতনয় বিশ্বামিত্রের প্রথম আর্তনাদে
বিভুকে স্পষ্ট দেখা গেল
দেবালয়ের ছাদে

নেই

আমি ফুরিয়ে গেছি।
আধপোড়া নাভিটা আমার
দাও গঙ্গায় ভাসিয়ে…
দেখ, ভীষণ পিচ্ছিল পথটা, ধীরে ধীরে
নেমো সিঁড়ি দিয়ে।

আমি ফুরিয়ে গেছি।
আর কেন দাঁড়িয়ে আছো তোমরা ?
স্মৃতি, এইতো জীবন !
দার্শনিক চিন্তায় হারালে এ সময়টাও ?
হ্যাঁ, সব শেষ হলে এইতো জীবন।

আমি ফুরিয়ে গেছি।
না, ওদের পাওনাগণ্ডা নিয়ে
হিসেব আর কোরোনা,
দু'পয়সা দাও বেশী ওদের
ওরা যে শেষ কাজ করে আমাদের।

আমি ফুরিয়ে গেছি।
আমিও একদিন ছিলুম তোমাদের মতই,
অমন দিয়েছি ওদের,
যখনই এসে এরকম কাঁধে নিয়ে
কাউকে নামিয়ে রেখে
ফাঁকা কাঁধে আবার গিয়েছি ফিরে।

আমি ফুরিয়ে গেছি।
আর কেন কাঁদো তোমরা
ঐ কোণে রয়েছে ডাল আর নিমপাতা
মুখে একবার কাটতে হয় ওদুটো।

আমি ফুরিয়ে গেছি।
অনেক রাত হয়ে গেছে
এবার তোমরা যে যার বাড়ী যাও
মিষ্টি আর জল খেয়ে······

রঙের খেলা

পাংশে ফ্যাকাশে
ধোঁয়াতে
ফিকে লালে,
ঐ তো মৃত্যু।

রমণী সবুজে
স্বামীতে নীলে
অতিথি এলে
মিশে যায় বেগুনিতে,
ঐ তো নারী।

গাঢ় লালে
সমুদ্র সফেনে
সাদায় আগুনে,
ঐ তো জীবন।

সবই শুদ্ধতার রঙে
সোনালি,
সীতা পোড়ার ঘ্রাণে
কবিতা,
ঐ তো মণিকা॥

তোমরা সতী হবে

হ্রী ধী শ্রী নিয়ে
তোমরা সতী
সৌন্দর্য্যে সুবিবেচনায় সংযমে
তোমরা নারী।
অপ্রেমে হ্রী নেই
বাতাসের আবরণ নেই।
একদিকে রৌদ্র দগ্ধ উজ্জ্বল করে
অন্যদিকে হিম মৃত্যু বিরাজ করে।

বাতাসের আবরণ নেই
তাই
অসতীতে সংযম নেই
জ্ঞানের বিশুদ্ধ ধী নিয়ে
জাগ্রত দৃষ্টিতে এই তীর্থে
তোমরা সতী হও
উন্মুক্ত চিত্তে
আনন্দময়তায় শ্রী প্রকাশ হয়ে তবে
প্রেম অঙ্গে অভাব না রেখে তোমরা সতী হবে।